প্রথম আলো

তারিখ 24 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

টিআইবি ও সনাকের জরিপ

যশোর শিক্ষা বোর্ডে ৬১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে ঘুষ দিতে হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *যশোর*

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে সেবা নিতে আসা ৮৩ শতাংশ লোক নানা হয়রানির শিকার হয়। নির্দিষ্ট কাজ করানোর জন্য ৬১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়। যশোর শিক্ষা বোর্ডের সেবা নিয়ে নাগরিক মতামতের ওপর ভিত্তি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ–টিআইবি ও সচেতন নাগরিক কমিটি—সনাক, যশোরের রিপোর্ট কার্ড জরিপের প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। তবে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আমিরুল আলম খান এসব অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেন।

সনাকের জেলা আহ্বায়ক ড. মুজাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সনাকের যুগ্ম আহ্বায়ক ফখরে আলম। গবেষণার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য দেন টিআইবির ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা ওয়াহিদ আলম এবং বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক আবু তোরাব মো. হাসান।

যশোর শিক্ষা বোর্ডে সেবা নিতে আসা ৪৫৮ জন এবং ১০৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ৮৩ দশমিক ২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বোর্ডে সেবা নিতে এসে হয়রানির শিকার হয়েছে। নানা অজুহাত অথবা কালক্ষেপণ, সমস্যার কথা শুনতে না চাওয়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়সারা মনোভাব, সঠিক তথ্য না জানা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত আসনে না থাকা প্রভৃতি কারণে সেবাগ্রহীতারা হয়রানির শিকার হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, উত্তরদাতাদের ৬১ শতাংশকে নির্ধারিত কাজের জন্য ঘুষ দিতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সনদ নেওয়ার জন্য ২০ থেকে ৫০০ টাকা, নাম বা বয়স সংশোধনের জন্য ৫০ থেকে ৫০০ টাকা, বিদ্যালয় বা কলেজ পরিদর্শনের জন্য ৫০ থেকে দুই হাজার ৪০০ টাকা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিসংক্রান্ত কাজের জন্য ৫০ থেকে ছয় হাজার টাকা, কমিটি অনুমোদনের জন্য ৫০ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়ন দুর্নীতির মদদদাতা এবং কর্মচারী নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব খাটিয়ে থাকে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষের কাছে সেবাগ্রহীতাদের পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান, সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রণয়ন, সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতামূলক আচরণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন, হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, দুর্নীতিবাজ-অসৎ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াসহ ১৬ দফা সুপারিশ করা হয়।

অধ্যাপক আমিরুল আলম খান দাবি করেন, যশোর বোর্ডে একজন কর্মকর্তাও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। কোনো শিক্ষক এমন অভিযোগ করলে তাঁরা শাস্তি মেনে নেবেন। তা ছাড়া প্রতিবেদনে যেভাবে বোর্ডের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির চিত্র উল্লেখ করা হয়েছে, বাস্তবে পরিস্থিতি ততটা ভয়াবহ নয় বলেও তিনি দাবি করেন। তার পরও নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেবাগ্রহীতাদের হয়রানির মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার চেষ্টা করবেন বলে তিনি অঙ্গীকার বলেন। তিনি বলেন, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে, শিগগিরই তা প্রকাশ করা হবে।